بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ জুলাই, ২০২৪ মোতাবেক ২৫ ওয়াফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ সন্ধ্যা থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হবে, ইনশাআল্লাহ্। এই জলসা, যেমনটি হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, (এই জলসা) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এতে জামা'তের জ্ঞানগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তালা সকল অংশগ্রহণকারীদের এ থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হবার তৌফিক দান করুন। এখন আমি জলসায় দ্বায়িত্ব পালনকারীদের এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলব। ইসলামে অতিথিদের সম্মান ও মর্যাদা দেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-ও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন– অতিথিকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করো আর এই ন্যায্য অধিকার হচ্ছে পরিস্থিতি মোতাবেক তাকে কিছুদিন আপ্যায়ন করা। মহানবী (সা.)-এর এই উপদেশের প্রভাবে সাহাবীরা ত্যাগ স্বীকার করে আতিথেয়তা করতেন। প্রাথমিক যুগে সাহাবীদের স্বাচ্ছন্দ্যে বা আরামে দু-বেলা খাবার গ্রহণ করার অবস্থা ছিল না। সাহাবীরা নিজেদের এবং স্ত্রী-সন্তানদের পেট কেটে, তথা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করে আতিথি আপ্যায়ন করতেন। এ প্রসঙ্গে একজন সাহাবীর অতিথি আপ্যায়নের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। একদা এক সাহাবীর ঘরে অতিথি আসে যাকে মহানবী (সা.) সেই সাহাবীর সাথে প্রেরণ করেন। তিনি যখন খোঁজ নেন তখন তার স্ত্রী জানান যে, ঘরে শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য অল্প কিছু খাবার অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তারা অতিথির কথা চিন্তা করে নিজ সন্তানদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন এবং অতিথিকে ঘরে নিয়ে আসেন। তারা রাতের খাবার খান নি বরং প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে এমন আচরণ করেন যেন তারাও খাবার খাচ্ছেন। তারা নিজেরাও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন আর বাচ্চারাও ক্ষুধার্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আনন্দিত হয়ে এই কাজটির প্রশংসা এরূপে করেছেন যে, মহানবী (সা.)-কেও এর সংবাদ দেন। পরদিন সকালে সেই সাহাবী যখন মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা রাতে যে অতিথিকে খাবার খাইয়েছিলে এবং খাবার খাওয়ানোর যেই কৌশল তোমরা অবলম্বন করেছিলে, এতে খোদা তা'লা খুশি হয়েছেন এবং অনেক হেসেছেন। এটি হলো অতিথি সেবার মর্যাদা।

অতএব আজকাল এই দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিরা যারা জলসা শুনতে এসেছেন, তাদের সব ধরনের সেবা এবং আতিথেয়তা করা প্রত্যেক কর্মী, প্রত্যেক ডিউটি প্রদানকারী এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বায়িত্ব যারা কোনো না কোনো বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে পরিশ্রম, ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা উচিত। অতিথিদের পক্ষ থেকে যদি কোনো কঠোর কথা শুনতেও পান, তবুও উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা উপেক্ষা করুন। এখানে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। আমি বিগত খুতবায়ও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রত্যেক বিভাগের অফিসার এবং তার সহকারীরা যেন নিজ দায়িত্ব সুন্দরভাবে

এবং উত্তম নৈতিকতার সাথে পালন করে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। অতিথিদের সাথে কীভাবে উত্তম আচরণ করতে হবে, তিনি (আ.) বিশেষভাবে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁর (আ.) বিভিন্ন বক্তব্য এবং বিভিন্ন উপদেশ তাঁর সীরাতের গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

আসাম থেকে আসা অতিথিদের তিনি (আ.) কীভাবে তাদের সেবাযত্ন করেছেন– সে বিষয়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। এই ঘটনা আমরা শুনি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে তাদের যত্ন নিয়েছেন তা শুনে আমরা আনন্দিত হই। কিন্তু এটি সে-সব কর্মকর্তাদের জন্য ও কর্তব্যরত ব্যক্তিদের জন্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপস্থাপনকারী সকল মানুষের জন্য একটি শিক্ষণীয় ঘটনা। ঘটনাটি হলো,

একদা আসাম থেকে কিছু অতিথি আসে এবং যখন লঙ্গরখানায় নিজ বাহন থেকে নামে। তখন তাদের বলা হয় যে, মালপত্র নামাও। সে-সময় লঙ্গরখানায় যে কর্মকর্তারা ছিল, তাদের আচরণ সংগত ছিল না। এর ফলে তারা অসন্তুষ্ট হন এবং যে ঘোড়ার গাড়িতে তারা এসেছিলেন, সেই গাড়িতে করে আবার ফেরত চলে যেতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই ঘটনা জানতে পারেন, তখন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন যে, অতিথিদের অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবার মতো অবস্থা কেন সৃষ্টি হলো? তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে এমনভাবে বের হন যে, তাড়াহুড়োতে জুতাও ঠিক ভাবে পরতে পারেন নি আর দ্রুতপায়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অতিথিরা যদিও টাংগা অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়িতে আরোহিত ছিলেন আর তারা যথেষ্ট দূরেও চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি (আ.) পায়ে হেঁটে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। বর্ণনায় উল্লেখ আছে, কাদিয়ানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কাছে গিয়ে তিনি (আ.) তাদের নাগাল পান এবং তাদেরকে থামান। এরপর তিনি তাদের ফেরত নিয়ে আসেন। তিনি (আ.) যেভাবে তাদেরকে ফেরত নিয়ে আসেন, এর মাঝেও অতিথিদের সম্মান ও মর্যাদার এক অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ ছিল। তিনি (আ.) অতিথিদের বলেন, আপনারা আপনাদের বাহনে বসে থাকুন, ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকুন আর আমি পায়ে হেঁটে আপনাদের সাথে যাচ্ছি। যাহোক, তাঁর (আ.) এই আচরণ দেখে অতিথিরাও লজ্জিত হয়ে বলে আমরা ঘোড়ার গাড়িতে বসে যেতে পারি না। আমরাও আপনার সাথে পায়ে হেঁটে যাবো। তারা বারবার একথাই বলছিল যে, হুযূর! আমরা বসে যেতে পারব না, আমরাও আপনার সাথেই যাবো। যাহোক এভাবে তারা কাদিয়ানে ফেরত আসে। লঙ্গরে এসে তিনি (আ.) নিজে অতিথিদের মালপত্র নামাতে হাত বাড়ান কিন্তু কর্মকর্তারা যেহেতু নিজ ভুল বুঝতে পেরেছিল আর তারাও অত্যন্ত লজ্জিত ছিল, তাই তারা দ্রুত সামনে এগিয়ে মালপত্র নামাতে শুরু করে। এরপর তারা যেহেতু আসামের লোক ছিল তাই মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের খাবারের বিষয়েও বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, লঙ্গরখানার বিষয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা হলো, এমন অতিথির আতিথেয়তা করো। সেখানে একথাও বলেছেন যে, জলসার সময় যেন একই ধরনের খাবার রান্না করা হয়, যা সকল অতিথিদের খাওয়ানো যাবে। কেননা সেখানে অনেক মানুষ হয়ে থাকে আর তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা কঠিন। একইভাবে অতিথি আপ্যায়নের আরো একটি দৃষ্টান্ত **হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমার স্মরণ আছে। একদা আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান এসেছিলাম। এটি সম্ভবত ১৮৯৭ বা ১৮৯৮ এর ঘটনা। আমাকে হুযূর (আ.) মসজিদে মুবারকে বসান যা তখন খুব ছোট জায়গা ছিল। পরবর্তীতে এটি সংস্কার করার পর মসজিদ কিছুটা বড়ো**

হয়েছিল। এটিকে কিছুটা প্রশস্ত করা হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। একথা বলে তিনি ভিতরে যান। মুফতি সাহেব বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম, তিনি হয়ত কোনো সেবকের হাতে খাবার পাঠাবেন কিন্তু কয়েক মিনিট পর যখন মসজিদের জানালা খোলা হয়; [মসজিদ ও তার ঘরের মাঝের দেয়ালে একটি জানালা ছিল, জানালার মতো একটা ছোট দরজা ছিল। অতএব তিনি (রা) বলেন] আমি দেখলাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বলেন, 'আপনি খাবার খান আমি আপনার জন্য পানি নিয়ে আসছি'। তিনি (রা.) বলেন, তখন অবচেতন মনে বিগলিত চিত্তে আমার অশ্রু ঝরতে থাকে এই ভেবে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের পথ প্রদর্শক ও নেতা হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে যে সেবা করছেন সেক্ষেত্রে আমাদের একে অপরের কতটুকু সেবা করা উচিত।

এটি একটি দৃষ্টান্ত ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনিতে অতিথি আপ্যায়নের এমন অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই। একবার লোকদের তিনি (আ.) বলেছিলেন, 'সবসময় আমার এই চিন্তাই থাকে, কোনো অতিথির যেন কষ্ট না হয়, বরং এ প্রতি সবসময় গুরুত্বারোপ করি– অতিথিদের যথাসম্ভব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হোক। অতিথিদের হৃদয় আয়নার ন্যায় ভঙ্গুর হয়ে থাকে। মৃদু আঘাতেই হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।' তিনি (আ.) আরো বলেন, 'কতিপয় অতিথি আবেগপ্রবণ হয়ে থাকেন।' বিশেষত আমি এখনই আসামের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। বিভিন্ন জাতির স্ব স্ব রীতিনীতি ও অবস্থা রয়েছে। কতক অল্পতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, রাগান্বিতও হয়ে যায়। অতএব, তিনি (আ.) বলেন, 'এটি নিয়ে ভেব না যে, তারা আবেগি কেন হলো! ক্রোধান্বিত কেন হলো! অতিথিদের হৃদয় তো কাঁচের ন্যায় হয়ে থাকে, আয়নার মত হয়ে থাকে। (মৃদু আঘাতেই) ভেঙ্গে যায়। তাই তাদের আঘাত লাগা ও ভেঙ্গে যাবার পূর্বেই তোমরা তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করো'।

অতএব, এ হলো সেই আদর্শ ও উপদেশ– যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বীয় নেতা ও পথ প্রদর্শকের অনুকরণে অতিথিদের অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে আমাদের প্রদান করেছেন।

একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়, একবার অনেক অতিথি এসেছিলেন। তিনি (আ.) লঙ্গরখানার তত্ত্বধায়ক মিঞা নাজমুদ্দীনকে বলেন, দেখো! অনেক অতিথি এসেছে। তাদের মাঝে অনেককে তুমি চেন আর অনেককে তুমি চেন না। কিছু লোককে জানো আর কিছু লোককে জানো না। তাই এটি যথোপযুক্ত হবে, সবাইকে সম্মানিত ভেবে তাদের সেবাযত্ন করো। সবাইকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এটি দেখবে না যে, কে দরিদ্র আর কে বিত্তশালী, কে আমেরিকা থেকে এসেছেন বা কে পাকিস্তান থেকে এসেছেন, কে আফ্রিকা থেকে এসেছেন অথবা অন্য কোনো দেশ থেকে অথবা স্থানীয় বাসিন্দা। এখনও এটিই স্মরণ রাখতে হবে যে, সবাই অতিথি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জলসা শুনতে এসেছেন, তাই তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তাদের সেবাযত্ন করা, অতিথি আপ্যায়ন করা আর তাদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। অতএব, দেখুন! তিনি (আ.) কীভাবে অতিথিদের সেবা করার উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) তাঁর কর্মচারীদেরও বলেছেন– তোমাদের বিষয়ে আমি সুধারণা রাখি যে, তোমরা অতিথিদের ভালোভাবে সমাদর করছ আর তাদের সেবা প্রদান করতে থাকবে।

অতএব, প্রত্যেক কর্মীর সর্বদা এই প্রচেষ্টা করা উচিত যে, যেখানে এবং যে বিভাগে তার দায়িত্ব রয়েছে সেখানে অতিথিদের অতিথি আপ্যায়নের প্রাপ্যতা প্রদানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন– তা খাবার খাওয়ানোর তাবুতে হোক বা অন্য কোনো স্থানে হোক, তাদের সেবা প্রদানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন বিভাগ আছে। আইডি কার্ড তৈরি থেকে আরম্ভ করে জলসা গাহ্ পৌঁছা পর্যন্ত (বিভিন্ন) বিভাগ আছে, তাদের সাথে অতিথিদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। সেখানে প্রত্যেক কর্মীকে নিজের উত্তম আচরণ ও উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত। খাদ্য প্রস্তুত ও খাদ্য পরিবেশন বিভাগ আছে, এই বিভাগকেও অতিথি আপ্যায়নের অধিকার প্রদান করা উচিত, কেননা এটি অতিথি আপ্যায়নের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথমত, এ চেষ্টা থাকা উচিত যে, অতিথিদের পরিতৃপ্ত করে আহার করাতে হবে আর (দ্বিতীয়ত) সম্মানের সাথে আহার করাতে হবে। লঙ্গরখানার কর্মীদের উত্তম খাদ্য তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত আর আল্লাহ্র কৃপায় তারা চেষ্টাও করে থাকেন। **এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ থাকবে আর ঘাটতি যেন না হয়।** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের অঙ্গ। (এটি) তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এর অধীনে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আমাদের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা যেমন গোসলখানা ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতাও অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর যে-সব কর্মী জলসা গাহে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য লোকদের আহ্বান করে থাকেন, তারা নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কিছু মানুষের সঠিক জ্ঞান থাকে না, ফলে তারা সম্পূর্ণ জলসা শোনে না। এখানে শৃঙ্খলার দায়িত্বে যারা বসে আছেন, তাদেরও উচিত মহিলা ও পুরুষদের ভালোবাসা ও নম্রতার মাধ্যমে বুঝানো। তরবিয়ত বিভাগও এ জন্য কাজ করে থাকে যেন তারা লোকদের জলসা গাহে বসিয়ে জলসা শোনাতে পারেন। এ সময় বাজার বন্ধ থাকবে আর থাকা উচিত। সর্বোপরি প্রতিটি স্থানে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে, কর্মীরা যেন এ দিনগুলোতে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির এক উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে সুধারণা পোষণ করেছেন, তদনুযায়ী পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করুন।

একইভাবে আমি কিছু কথা অতিথিদেরকেও বলতে চাই। যদিও গুটিকতক অআহমদী অতিথি এখানে এসে থাকেন এবং তাদের জন্য পৃথক একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর বিশেষভাবে তাদের আতিথেয়তা করা হয়, কেননা তারা অআহমদী। এই গুটিকয়েক লোক ছাড়া অধিকাংশ যে-সব অতিথি রয়েছেন তারা হলেন আহমদী সদস্য। আপনারা এখানে জলসা শোনার জন্য এসেছেন। ফলে আপনাদের জন্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে হয়েছে নাকি হয় নি– এদিকে মনোযোগী হবেন না। আপনাদের আতিথেয়তা সঠিকভাবে হয়েছে নাকি হয় নি অথবা কোন কর্মী কী ব্যবহার করেছে– এসবও দেখবেন না? প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক খাবার লাভ করা এবং আপনাদের এজন্যই চেষ্টা প্রচেষ্টা করা উচিত। আমি যদিও পূর্বেও বলেছি, মেযবানদের পূর্ণরূপে অতিথিসেবা করার চেষ্টা করা উচিত আর তারা করেও বটে। পক্ষান্তরে একইভাবে আগমনকারীদেরও দায়িত্ব হলো, কর্মীদের দ্বারা যদি কোনো দুর্বলতা, অলসতা কিংবা ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে আপনারা তা উপেক্ষা করুন। এদের মাঝে যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগে কাজ করছে, তারা প্রশিক্ষিত কোনো লোক নয় কিংবা শৃঙ্খলা বিভাগে যারা কাজ করছে, তারা তো পুলিশ কর্মকর্তা নয় অথবা গেইটে যারা ডিউটি প্রদান করছে তারা কোনো প্রশিক্ষিত ব্যক্তি নয় কিংবা যারা ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করছে, তারাও

কোনো প্রশিক্ষিত পুলিশ নয়। এরা সবাই সেচ্ছাসেবক– অতিথিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। তাদের মাঝে কেউ কেউ হাইস্কুলের ছাত্র, কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র, কেউ আবার অন্য পেশার সাথে জড়িত এবং ভালো পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠিত লোকজনও রয়েছে। এরা সবাই একটি প্রেরণা নিয়ে কাজ করছে আর তা হলো, আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করতে হবে।

অতএব তাদের এই আন্তরিকতার প্রশংসা করে আপনারা তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন এবং তাদের ভুলত্রুটিগুলো উপেক্ষা করুন। আপনারা যখন এমনটি করবেন তখন সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী হবেন– যে উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন। আর এতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো নিখুঁত হবে। সকল অতিথিকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে যে, তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? আর সেই উদ্দেশ্য কেবল উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে।

খাবারের তাঁবুতে প্রত্যেক অতিথির দায়িত্ব হলো, খাবার খাওয়ার পর দ্রুত স্থান খালি করে দেওয়া, যেন অন্যরাও এসে খাবার খেতে পারে। কখনও কখনও স্থান সীমিত এবং অতিথি অধিক হবার কারণে পালাক্রমে বা কয়েক শিফটে খাবার পরিবেশন করতে হয়। সেজন্য খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান ছেড়ে দেবার প্রতি খেয়াল রাখুন। সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প বা আলাপচারিতায় সময় নষ্ট করবেন না। বাইরে এসে কথা বলতে চাইলে বলুন এবং নিজের সময় কাটান। একইভাবে কর্মীরা প্লেটে খাবার পরিবেশন করে থাকে। তাদেরকেও বলা হয়েছে যে, আপনারা খাবার চাইলে তারা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করবে, কিন্তু খাবার অপচয় হওয়া উচিত নয়। রিজিকের সর্বদা মূল্যায়ন করা উচিত। কিছু মানুষ সামান্য রুটি পুড়ে গেলে কিংবা কাঁচা থাকলে তা ছুড়ে ফেলে দেয়। সেটি যদি খাবার উপযুক্ত হয় তাহলে তা খেয়ে ফেলার চেষ্টা করা উচিত, তবে যে এটি খেলে অসুস্থ হতে পারে এমন ব্যক্তি ছাড়া। সাধারণত মেশিনের মাধ্যমে রুটি ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে আসে, আমি চেকও করেছি, কিন্তু কখনও কখনও খারাপ রুটিও এসে যায়। যতক্ষণ না রুটি অনেক বেশি পুড়ে যায় কিংবা কাঁচা রয়ে যায়, ততক্ষণ তা নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন। একইভাবে তরকারিও অপচয় হওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রথমত, এটি রিজিকের অপচয়– যা হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এই খাবার অন্য কারো উপকারে আসতে পারে।

তাছাড়া আরো একটি সমস্যা সৃষ্টি হয় আর তা হলো, খাবার প্লেটগুলোতে অনেকটা বেঁচে যায় এবং সেই খাবার ভাগাড়ে ফেলে দিতে হয়। এর ব্যবস্থাপনা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাদের ওপর অনেক বেশি চাপ পড়ে এবং তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাই অতিথিদের জলসা সালানার এই দিনগুলোতে খাবারকে বরকতময় মনে করে খাওয়া উচিত এবং অপচয় করা উচিত নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা আছে,

একদা তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করা হয় নি এবং যাদের দায়িত্ব ছিল তারা ভুলে গিয়েছিল, আর তিনি (আ.) নিজেও ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন নিজের খাবার সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল, কারণ খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন, কোনো ব্যাপার না। যে দস্তরখানে সবাই খেয়েছে, সেখানে যদি রুটির কিছু টুকরো বা তরকারি পড়ে থাকে, তাই নিয়ে এসো, আমি সেগুলোই খেয়ে নেব। এরপর তিনি সেই বেঁচে যাওয়া রুটির টুকরো এবং তরকারি খেয়েছেন, যা অন্যরা ফেলে গিয়েছিল। এটি তাঁর একটি অনন্য আদর্শ, যা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তাই সব সময় মনে রাখতে

হবে, আমাদের উচিত রিজিক নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা। এতে করে যারা পরিশ্রম করে তাদের কাজও সহজ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'খাবার অপচয় কোরো না। খাবারের মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে সেটি খাও। যা পরিবেশন করা হয় তা তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করো।'

এই নির্দেশ বিশেষভাবে অতিথিদের জন্য, কারণ এর ওপর যারা আমল করে তারা নিজেদের সাথে কল্যাণ বয়ে আনে। তবে এটি প্রমাণ করার জন্য প্রত্যেক অতিথির উচিত নিজেকে এর বাস্তব দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত করা।

যে-সব অতিথি কল্যাণ বয়ে আনে তেমন অতিথি হোন আর এমন অতিথি হবেন না যারা বাড়ির লোকদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, বরং তাদেরকে দুশ্চিন্তামুক্তকারী হবেন। আমরা এখানে এসেছি, জলসার একটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর ডিউটি প্রদানকারীরা ডিউটি দিচ্ছে। এছাড়া অংশগ্রহণকারীরা ও কর্মীরা সবাই আহমদী এবং আমাদের সবার উদ্দেশ্য একটিই আর তা হলো, আমাদেরকে এখানে এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী নিজেদের চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানের সংশোধন করতে হবে। ডিউটি প্রদানকারীরা হোক কিংবা অতিথিরা– সবার একই দায়িত্ব। তাই এ লক্ষ্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা করুন। কখনও কখনও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, খাবারের স্বল্পতা দেখা দেয়। কর্মীদের এবং লঙ্গরখানার পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকে, যেন খাবারে কোনো ধরনের ঘাটতি দেখা না দেয়, কিন্তু কখনও কখনও বৃহৎ সমাবেশে অনুমান ভুল হয়ে যায় এবং ঘাটতি হতেও পারে। এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর একটি উপদেশ আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, দুইজনের জন্য (নির্ধারিত) খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। অপর একটি রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে, একজনের খাবার দুইজনের, দুইজনের খাবার চারজনের এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। অতএব আমাদের সর্বদা এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত।

একটি কথা যা আমি পূর্বেও বলেছি তা হলো, দায়িত্ব পালনকারীদের জন্যও সহজতা সৃষ্টি করা উচিত। খাবারের মার্কি ও অন্যান্য স্থানেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখুন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে এটি মাথায় রাখুন যে, সহজতা সৃষ্টি করতে হবে। এটিও খেয়াল রাখুন, পথেঘাটে ও রাস্তায় ময়লা ফেলবেন না। কতিপয় লোক বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে খেয়ে থাকে, তাই যেখানে বসবেন সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর এর যে খালি প্যাকেট ও ঠোঙা থাকে তা এদিক সেদিক ফেলার পরিবর্তে ডাস্টবিনে ফেলুন, যেন কর্মীদের জন্যও সহজতা সৃষ্টি হয়। আর অল্প সময়ে বেশি কাজ করে ব্যবস্থাপনাকে আরো সঠিকভাবে পরিচালিত করা যায়। অতঃপর এটিও (খেয়াল রাখুন) যে, সর্বত্র উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত। আমি কর্মকর্তাদেরও বলেছি এবং অতিথিদেরও উচিত যেন উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। একটি হাদীসে এসেছে, **মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে– সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরবতা অবলম্বন করে।** অতএব যদি কখনও বিবাদপূর্ণ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টিও হয় তবে রাগ ও অসদাচরণ প্রদর্শন করার পরিবর্তে নীরবতা অবলম্বন করুন এবং ইসতিগফার ও দোয়াসমূহ পাঠ করুন।

অনুরূপভাবে **বাচ্চাদের খাবার সম্পর্কেও বলে দিচ্ছি, এ বিষয়েও এটি খেয়াল রাখা উচিত। কখনও কখনও লোকেরা বাচ্চাদেরকে প্লেট ভর্তি করে খাবার দিয়ে দেয়। আর বাচ্চারা এতটা খেতে পারে না, যে কারণে খাবার নষ্ট হয়ে থাকে। তাই এ বিষয়েও যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, খাবার নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন এবং বাচ্চাদেরকে অল্প অল্প করে**

দিন, প্রয়োজনে বার বার দিন। সর্বদা এটি স্মরণ রাখবেন, আপনাদেরকে জলসার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে আর এ জলসার যে কল্যাণসমূহ রয়েছে এবং যে কল্যাণসমূহ অর্জনের জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জলসা আরম্ভ করেছিলেন তা একত্রিত করে নিজ থলেসমূহ পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে। **তিনি (আ.) একস্থানে এটিও বলেছিলেন, জলসাতে বসে প্রশান্তচিত্তে জলসা শ্রবণ করো আর কেবল বক্তৃতাসমূহ ভালো নাকি মন্দ তা দেখো না বরং একথার প্রতি মনোযোগী হও, যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশনা আর আমাদেরকে সে কথাগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে**। এটি নয় যে, কে বর্ণনা করছে ও কীভাবে বর্ণনা করছে। তিনি (আ.) বলেন, 'সকলেই মনোযোগ-সহকারে শুনুন! আমি নিজ জামা'ত এবং একান্ত নিজ সত্তা ও প্রাণের জন্য এটিই কামনা করি ও পছন্দ করি, যেন বক্তব্যসমূহের মাঝে বাহ্যিক যে বাগ্মিতা থাকে সেটিকেই কেবল পছন্দ করা না হয়। আর সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন এখানেই থেমে না যায়, বক্তা কেমন জাদুকরী বক্তব্য প্রদান করছে বা শব্দচয়ন কতটা শক্তিশালী! আমি এসবে সন্তুষ্ট হই না। আমি তো এটিই পছন্দ করি আর কৃত্রিমতা নয়, বরং আমার স্বভাব ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো, যে কাজই করা হবে তা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই হবে আর যে কথা-ই বলা হবে, তা আল্লাহ্‌র নিমিত্তেই বলা হবে।' অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, 'মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ এটিই হয়েছে যে, তারা বড়ো বড়ো সম্মেলন ও সভা-সমাবেশ করে থাকে। সভা-সম্মেলন হয়ে থাকে আর সেখানে নামিদামি বক্তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। কবিরা নিজ জাতির উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করে আর এসব কথায় তারা স্লোগান তো দেয় ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে কোনো প্রভাব পড়ে না; এমনকি এসব স্লোগানের কারণেই জাতি ক্রমশ অবনতির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।'

অতএব এটি হলো সেই শিক্ষা ও নিষ্ঠার সেই মানদণ্ড– যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক আহমদীকে নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। শুধুমাত্র স্লোগান দেবার জন্য অথবা ইচ্ছামাফিক আমরা কথা শ্রবণ করবো না, বরং আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য এসবের ওপর আমল করার জন্য কথা শ্রবণ করবো। এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক আহমদীর এখানে আসা উচিত। আর আপনারা এসেছেন। আমি আশা রাখি এই উদ্দেশ্যেই আপনারা এসে থাকবেন।

যেভাবে তিনি (আ.) বলেছেন, যে কাজই হবে তা আল্লাহ্ তা'লার জন্যই হবে এবং যে কথাই হবে সেটা খোদার উদ্দেশ্যে হবে। প্রত্যেকের এই নীতিকে নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই কথাটিও স্মরণ রাখবেন, আমাদের দিনগুলো যেন আল্লাহ্‌র স্মরণে অতিবাহিত হয়। জলসা শ্রবণ করার সময়েও নিজ জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে রত রাখুন। এর পরে চলাফেরা ও সাক্ষাতের সময়, লোকদের সাথে কথা বলার সময়েও শুধুমাত্র ধর্মীয় কথা বলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের কথা হোক, কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্য পূর্ণকারী কথা হোক। আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ ও ধর্মের উদ্দেশ্যে দোয়া করার দিকে মনোযোগ যেন থাকে। আল্লাহ্‌র স্মরণ এমন বিষয় যা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকেও পবিত্র করে এবং তাকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহের উত্তরাধিকারী বানায়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক স্থানে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, **আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং বিশেষ করে যখন কোন সভা হয় তখন এতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। এর উপকারিতা আল্লাহ্ কী বলেছেন? এর উপকারিতা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, اذکروا الله يذکرکم। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর তাহলে খোদাও তোমাদের স্মরণ করতে আরম্ভ করবেন। যে বান্দার**

স্মরণ স্বয়ং আল্লাহ্ করেন তার চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে হতে পারে? যার প্রভু তাকে স্মরণ করে ও ডাকে।

আল্লাহ্কে স্মরণ করা অনেক বড়ো সম্পদ (নিয়ামত)। তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা কোন পুরস্কার পাও বা না পাও আল্লাহ্র স্মরণে রত হয়ে যাও। এতে আল্লাহ্ খুশি হবেন এবং এরপর তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। আর যখন আল্লাহ্ তা'লা স্মরণ রাখবেন তখন তিনি বিনা পুরস্কারে ছেড়ে দিবেন না, তিনি পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ সমূহকে আকৃষ্ট করার জন্য এই বিশেষ দিনগুলোতে এই বিষয়গুলো বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন এবং মনোযোগ দিন। অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যেক কর্মী; সবাই এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখুন যেন আমরা আমাদের জিহ্বাকে আল্লাহ্র স্মরণে রত রাখি। আর যখন এমনটি হবে তখন এমন পরিবেশও সৃষ্টি হবে যা নিঃসন্দেহে সেই পরিবেশ যার জন্য এই জলসা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, সবার মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা উচিত, পূর্ণ মনোযোগ ও চিন্তার সাথে শ্রবণ কর; কেননা বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। এতে অলসতা, অসতর্কতা ও অমনোযোগিতা খুব খারাপ ফলাফল সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের প্রতি অলসতা প্রদর্শন করে এবং যখন তাদের সম্বোধন করে কিছু বলা হয়, সেটা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে না, সেক্ষেত্রে বক্তার বক্তৃতা যতই উন্নত মানের উপকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী হোক না কেন, বক্তার বক্তৃতা দ্বারা তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না। এরা এমন লোক যাদের সম্পর্কে বলা হয় তাদের কান আছে কিন্তু তারা শুনতে পায় না, হৃদয় হৃদয় আছে কিন্তু অনুধাবন করে না। স্মরণ রেখ, যা কিছু বর্ণনা করা হয় সেটা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর, কেননা যে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে না, সে উপকারী সত্তার সাহচর্যে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকলেও কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।

এই তিনদিনে তখনই আমাদের উপকার লাভ হতে পারে যখন আমরা এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবো এবং এরপর এর ওপর আমল করার অঙ্গীকার করবো। আর এ উদ্দেশ্যে নিজ হৃদয় সমূহকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহ্বাকে আল্লাহ্র স্মরণে ব্যাপৃত রাখবো। জলসায় বসেও আল্লাহ্র স্মরণে রত থাকুন, দোয়া করতে থাকুন, দরূদ পড়তে থাকুন। এরপর যখন বক্তৃতা শুনবেন তখন আপনার ওপর বিশেষ প্রভাব পড়বে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, **তোমরা যদি জলসার কার্যক্রম মনোযোগ সহকারে শ্রবণ না কর, তবে তোমাদের এই জলসায় যোগদান করায় কোন লাভ নেই। আমাদেরকে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য হল নিজেদের সংশোধন করা, নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা। নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। চারিত্রিক দিক দিয়ে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে হবে, নিজের বন্ধু ও ভাইদের জন্য আত্মত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে এবং অন্তরের বিদ্বেষ দূর করাও (জলসায় যোগদানের) অনেক বড়ো একটি উদ্দেশ্য। এত হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এটি এমন একটি পরিবেশ, একে অপরের সাথে যদি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও ভালোবাসার আচরণ করা হয় তবে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি হবে যেখানে প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে, যা ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আর কেবল এর ওপর আমল করেই মানুষ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।**

তিনি (আ.) নিজের অনেক বক্তৃতায় এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, জলসায় যোগদানের একটি উদ্দেশ্য হলো উন্নত চারিত্রিক আদর্শ অর্জন করা। আর এই উন্নত চারিত্রিক আদর্শের বহিঃপ্রকাশ সব দিক থেকে হওয়া উচিত। কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিদ্বেষ ও লড়াই-ঝগড়া শুরু হয়ে যায়, এমনকি কখনও কখনও কর্মীদের মাঝেও বাকবিতণ্ডা ছড়িয়ে পড়ে যা কখনও হওয়া উচিত নয়। সর্বদা উত্তম চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে।

অনুরূপভাবে এই বিষয়ের প্রতি কর্মী এবং অতিথি উভয়েরই মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, সর্বদা আমাদের চরিত্র যেন উন্নত হয় আর প্রতিটি অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সবসময় দোয়া করতে থাকা উচিত।

একইভাবে জলসা সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হলো, জলসার দিনগুলোতে আপনারা যেখানেই অবস্থান করেন না কেন, বিভিন্ন মসজিদসমূহে গিয়ে থাকেন, বিশেষ করে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্‌তে বা মসজিদ ফযলে, ইসলামাবাদ হোক বা এখানে– সেক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখুন এবং উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতে থাকুন। ট্র্যাফিক আইন মেনে চলুন। কখনও কখনও ব্যস্ত সময় যানজট তীব্র হয়ে ওঠে তাই কারো বাড়ির সামনে কোন ধরনের আবর্জনা ফেলবেন না। যে সকল মহিলাদের শিশু সন্তান আছে তাদের জন্য পৃথক মার্কির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মায়েদেরকে বলছি, যে সকল মায়েদের শিশু সন্তান আছে, তাদের উচিত– কোনো প্রকার জেদ না করে তাদের জন্য নির্ধারিত মার্কিতে অবস্থান করা এবং আর চেষ্টা করা উচিত– সেখানে হৈ হুল্লোড় যেন না হয় কেননা, কখনও কখনও এমনও হয় যে, শিশুরা তো কম হট্টগোল করে কিন্তু মহিলারা ভাবে, তারা যেহেতু এই মার্কিতে অবস্থান করছে, তাই তাদের জন্য হট্টগোল করা বৈধ হয়ে গেছে। তাদের আলাপচারিতা পরিহার করে বক্তৃতা শোনার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত এবং যে-সব অনুষ্ঠান হচ্ছে তা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। আর তারা যখন নিজেরা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে তখন শিশু সন্তানেরাও মনোযোগসহ শ্রবণ করবে। কতিপয় মায়েরা মাশাআল্লাহ্ এমনও আছেন যারা তাদের সন্তানদের এমন তরবিয়ত করে থাকেন অথবা তাদের মনোযোগ অন্য দিকে প্রবাহিত করে ব্যস্ত রাখতে তাদের হাতে এমন কিছু দিয়ে দেন যার ফলে সন্তানেরা অন্যদিকে ব্যস্ত থাকে আর মায়েরা শান্তিতে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। কিন্তু কতিপয় এমনও (মা) রয়েছেন যারা পরস্পর খোশগল্পে মত্ত হয়ে যান, ব্যবস্থাপনা যাদের বিষয়ে অভিযোগ করে। তাই কখনও এমন অভিযোগ যেন তৈরি না হয়। আর যখন তাদেরকে বাধা দেওয়া হয় তখন অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। যদিও ভুল উভয় পক্ষের হয়ে থাকে। যদি কোনো কর্মী রূঢ়ভাবে কথা বলে তাহলে অতিথিও কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তোলে। তাই চেষ্টা করা উচিত, কোনো পক্ষ থেকেই যেন পরিস্থিতি খারাপ করে না তোলা হয় বরং প্রেম ও ভালোবাসাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে, পার্কিং এবং গেইটসহ সকল ব্যবস্থাপনা রয়েছে, অতিথিদের উচিত কর্মীদেরকে সহায়তা করা যেন সকল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে। আবার অতিথিদের নিজেদের চারপাশের পরিবেশের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা উচিত যেন কোনো সন্দেহজনক জিনিস চোখে পড়লে দ্রুত অবগত করতে পারেন। একে অপরের প্রতি দৃষ্টি রাখার ফলে দুষ্কৃতকারীর দুষ্কর্ম করার বাসনা থাকলেও সে তা করা থেকে বিরত থাকবে অথবা সতর্ক হয়ে যাবে এবং অরাজকতা করার সাহস পাবে না। তাই প্রত্যেক আগত অতিথির এটি মনে রাখা উচিত যে, তারও নিজ পরিবেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য চতুর্পাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখা উচিত। অনুরূপভাবে লোকদের শৃঙ্খলা বিভাগের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। নিজেদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড সর্বদা নিজেদের কাছে রাখুন এবং চেক করতে দিন। যারা আবাসনে অবস্থান করছেন তারা চেষ্টা করুন যেন নিজেদের কোনো মূল্যবান বস্তু ছেড়ে না যান। এখানে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা তো আছেই, তথাপি নিজেদের মূল্যবান বস্তু যেমন টাকা প্রভৃতি নিজেদের সাথেই রাখুন যেন কোনো ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনারা সবাই এ জলসা থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন। এর কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হোন আর এখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নিজেদের থলে ভর্তি করে এমন কিছু নিয়ে যান যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকৃষ্টকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হয়ে ফেরত যান। আল্লাহ্ তা'লা চিরস্থায়ীভাবে আপনাদের ও আপনাদের বংশধরের প্রতি কৃপাবারী অব্যাহত রাখুন। সর্বদা আহমদীয়াতের এক কার্যকরী সত্তা হয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করুন। আপনাদের বংশধরও অনুরূপভাবে এক পবিত্র ও কার্যকরী সত্তা হয়ে জীবন যাপনকারী হোক। আল্লাহ্ করুন যেন এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

পরিশেষে আমি এটিও বলে দিচ্ছি, গত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শনী রয়েছে এবং তথ্যসমৃদ্ধ ও জ্ঞানে সমৃদ্ধির আকর্ষণীয় উপকরণাদী রয়েছে। এগুলোও উপভোগের চেষ্টা করুন; এক স্থানে সমস্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে স্টলগুলোতে নতুন নতুন পুস্তকাবলি এসেছে– তা-ও অবশ্যই পরিদর্শন করুন। বিরতিতে শুধুমাত্র বাজারে গিয়ে ঘোরাফেরা না করে এ সমস্ত আধ্যাত্মিক উপকরণাদি থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)